১. শব্দ গঠন প্রক্রিয়া:

এখানে আটটি শব্দ দেওয়া আছে, তার মধ্যে পাঁচটি শব্দের গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো:

মনোহর: এটি একটি যৌগিক শব্দ। 'মন' (বিশেষ্য) এবং 'হর' (কৃদন্ত বিশেষণ, √ হৃ + অ) এই দুটি ভিন্ন অর্থবোধক শব্দের সমাস সাধনের মাধ্যমে "মনোহর" শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে 'মন' অর্থ চিত্ত বা হৃদয় এবং 'হর' অর্থ হরণকারী বা মুগ্ধকারী। সুতরাং, মনোহর শব্দের অর্থ হলো চিত্তকে হরণকারী বা মুগ্ধকারী।

অনুপ্রেরণা: এটি একটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। 'প্রেরণা' একটি মৌলিক শব্দ (প্র + √ ঈর্ + অন)। এর পূর্বে 'অনু' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'অনুপ্রেরণা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'অনু' উপসর্গটি পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, বা অধীনতা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। এখানে 'অনুপ্রেরণা' অর্থ হলো পশ্চাৎ থেকে প্রেরণা দান বা উৎসাহিত করা।

নদীমাতৃক: এটি একটি তদ্ধিতান্ত শব্দ। 'নদী' (বিশেষ্য) শব্দের সাথে 'মাতৃক' (মাতৃ + ইক) তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'নদীমাতৃক' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'মাতৃক' প্রত্যয়টি 'মাতৃসম্বন্ধীয়' বা 'মাতৃপ্রধান' অর্থ বোঝায়। সুতরাং, নদীমাতৃক শব্দের অর্থ হলো নদী প্রধান বা যে দেশের ভূমি নদী দ্বারা প্রতিপালিত।

সপ্তর্ষি: এটি একটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ। 'সাত' (সপ্ত) সংখ্যক 'ঋষি' (বিশেষ্য) নিয়ে গঠিত সমাসবদ্ধ পদটি 'সপ্তর্ষি'। এখানে 'সপ্ত' এবং 'ঋষি' উভয় পদই বিশেষ্য এবং এদের কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে 'সাতজন ঋষির সমাহার' এই তৃতীয় অর্থটি প্রাধান্য পেয়েছে।

গাছপাকা: এটি একটি কর্মধারয় সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ। 'গাছে পাকা' - এই বাক্যটিকে সমাসবদ্ধ করে 'গাছপাকা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখানে 'গাছে' (অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি) এবং 'পাকা' (বিশেষণ) এই দুটি পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্পর্কে যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ্য পদ গঠন করেছে। 'পাকা' বিশেষণটি 'গাছ' বিশেষ্যের গুণ বোঝাচ্ছে।

অথবা,

বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের পাঁচটি প্রধান প্রক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:

১. সমাস: দুই বা ততোধিক পদ একত্রিত হয়ে একটি নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করলে তাকে সমাস বলে।

*** **উদাহরণ:** বই ও খাতা = **বইখাতা****

২. উপসর্গ যোগ: শব্দের পূর্বে কিছু অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

* **উদাহরণ:** হার + প্র = **প্রহার**

৩. প্রত্যয় যোগ: ধাতু বা শব্দের পরে কিছু বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে।

* **উদাহরণ:**

  * কৃৎ প্রত্যয়: √চল্ + অন্ত = **চলন্ত**

  * তদ্ধিত প্রত্যয়: ঢাকা + আই = **ঢাকাই**

৪. দ্বিরুক্তি: একই শব্দ বা পদের দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন শব্দ বা ভাব তৈরি হয়।

* **উদাহরণ:** ধীরে + ধীরে = **ধীরে ধীরে**

৫. ধাতু বা শব্দের রূপ পরিবর্তন: কিছু ক্ষেত্রে ধাতু বা শব্দের মূল রূপে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়।

* **উদাহরণ:** √স্থা (দাঁড়ানো) → **স্থিত** (অবস্থান করছে)

২. ষত্ব-বিধান:

বাংলা ব্যাকরণে তৎসম শব্দের বানানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে 'ষ' (মূর্ধন্য-ষ) ব্যবহারের বিধানকে **ষত্ব-বিধান** বলে। অর্থাৎ, কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম শব্দে দন্ত্য 'স' এর পরিবর্তে মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহৃত হবে, সেই নিয়মগুলিই ষত্ব-বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ:

- **ঋ-কার ও র-এর পরে:** ঋষি, বর্ষা, আকর্ষণ। (এখানে ঋ এবং র এর পরে দন্ত্য স 'ষ' হয়েছে)
- **অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ এবং ক, র ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যদি দন্ত্য স থাকে, তাহলে সেটি 'ষ' হয়:** পরিষ্কার, ভবিষ্যৎ, আবিষ্কার।
- **কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রত্যয়যুক্ত শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়:** ষোড়শ, আষাঢ়।

অথবা, শব্দের বানান শুদ্ধ করুন (যেকোনো ৫টি):

- গীতাঞ্জলী - **গীতাঞ্জলি**
- পুরষ্কার - **পুরস্কার**
- অপরাহ্ন - **অপরাহ্ণ**
- বুদ্ধিজীবি - **বুদ্ধিজীবী**

- পোষ্টমাষ্টার - **পোস্টমাস্টার**
- নুন্যতম - **ন্যূনতম**
- সমীচিন - **সমীচীন**
- আকাঙ্খা - **আকাঙ্ক্ষা**
- দূরাবস্তা - **দুরবস্থা**
- স্বস্ত্রীক - **সস্ত্রীক**

৩. বাক্য পরিবর্তন করুন। (যেকোনো ৫টি)

ক) জ্ঞানী বলেই তিনি বিনয়ী ছিলেন। (যৌগিক) **জ্ঞানী ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি বিনয়ী ছিলেন।**

খ) যদি প্রাণে বাঁচি ফিরে এসে ভোগ করব। (সরল) **প্রাণে বাঁচলে ফিরে এসে ভোগ করব।**

গ) তবে এলে কেন? (নির্দেশক) **তুমি কেন এসেছিলে?**

ঘ) এখন আমার বয়স অনেক। (নেতিবাচক) **এখন আমার বয়স কম নয়।**

ঙ) মহারাজ এ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না। (অস্তিবাচক) **মহারাজ এ আশ্রমমৃগ রক্ষা করিবেন।**

চ) সে ভয়ানক স্রোত। (বিস্ময়) **আহা! কী ভয়ানক স্রোত!**

ছ) আবার তোদের মানুষ হতে হবে। (নির্দেশক) **তোদের আবার মানুষ হতে হবে।**

জ) স্বাস্থ্যই সম্পদ। (জটিল) **যা স্বাস্থ্য, তাই সম্পদ।**

৪. যেকোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখ:

- Act - **আইন**
- Barter - **বিনিময়, পণ্য বিনিময়**
- Diagram - **চিত্র, নকশা, রেখাচিত্র**
- Climax - **চূড়ান্ত মুহূর্ত, চরম উৎকর্ষ**
- Global - **বৈশ্বিক, বিশ্বব্যাপী**
- Horizontal - **অনুভূমিক, ক্ষৈতিজ**
- Jury - **জুরি, বিচারকমণ্ডলী**

- Quantum - **কোয়ান্টাম, পরিমাণ**

৫. যে-কোনো পাঁচটি বাক্যশুদ্ধি কর:

ক) মানুষে মানুষে সখ্যতা চাই। **মানুষে মানুষে সখ্য চাই।** (সখ্যতা-র চেয়ে সখ্য অধিক প্রচলিত ও শ্রুতিমধুর)

খ) পূর্বে সূর্য উদয় হয়। **পূর্বে সূর্য উদিত হয়।** (উদয়-এর চেয়ে উদিত অধিক ব্যাকরণসম্মত)

গ) যুক্তি খন্ডিত হয়েছে, তবে মুক্তি মিলেনি। **যুক্তি খন্ডিত হয়েছে, তবে মুক্তি মেলেনি।** (চলিত ক্রিয়াপদের সঠিক রূপ)

ঘ) আমি, তুমি ও নাজমা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। **তুমি, নাজমা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।** (কর্তৃকারকের ক্রমানুসারে প্রথমে মধ্যম পুরুষ, পরে প্রথম পুরুষ এবং সবশেষে উত্তম পুরুষ)

ঙ) মহারাজ আশ্রমমৃগ বধ করিবেন না (অস্তিবাচক) - এই বাক্যটির পরিবর্তন উপরে করা হয়েছে।

চ) তার পড়ায় মনোযোগীতানাই। **তার পড়ায় মনোযোগ নেই।** (মনোযোগীতানাই অশুদ্ধ প্রয়োগ)

ছ) তিনি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করেছেন। **তিনি উদ্ধত আচরণ করেছেন।** (উদ্ধত নিজেই একটি বিশেষণ, 'পূর্ণ' অপ্রয়োজনীয়)

জ) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। **অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।** (প্রতি ঘরে ঘরে - এর পরিবর্তে ঘরে ঘরে অধিক প্রচলিত ও সংক্ষেপিত)

ঝ) সব মাছগুলোর দাম কত? **মাছগুলোর দাম কত?** ('সব' এবং 'গুলো' একসাথে বহুবচন বোঝাতে ব্যবহৃত হওয়ায় একটি বাদ যাবে)

প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ:

- **অতিদর্পে হত লঙ্কা:** অতিরিক্ত অহংকার পতনের কারণ হয়। রাবণ অত্যাধিক অহংকারের কারণেই লঙ্কা ধ্বংস করেছিলেন।
- **পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়:** অন্যায় পথে অর্জিত সম্পদ ভোগে লাগে না, বরং কোনো না কোনো দুর্গতি বা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়।
- **সাপের হাঁচি বেদে চেনে:** অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সামান্য লক্ষণ দেখেই কোনো বিষয়ের ভেতরের কথা বা পরিণতি বুঝতে পারে। বেদেরা সাপের আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়ায় তারা সাপের হাঁচি দেখেই বিশেষ কিছু অনুমান করতে পারে।

- **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো:** বাইরে থেকে কঠোর দেখালেও ভেতরে দুর্বলতা বা ফাঁকি থাকা। শক্তিশালী বন্ধন মনে হলেও আসলে তা সহজেই খুলে যায়।
- **লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন:** যখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন ধনী ব্যক্তিরাই সাহায্য করতে পারে। গৌরীসেন ছিলেন ধনী এবং দানশীল ব্যক্তি।
- **হাতে মারে না ভাতে মারে:** সরাসরি আঘাত না করে কৌশলে বা সুযোগের অভাবে কষ্ট দেওয়া। ক্ষুধার জ্বালা বা অভাব মানুষকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়।
- **ঠক বাছতে গাঁ উজাড়:** খারাপ বা অযোগ্য লোক এত বেশি যে ভালো লোক খুঁজে বের করা কঠিন।
- **চাচা আপন প্রাণ বাঁচা:** বিপদের সময় সবাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। আত্মীয়-স্বজনও তখন নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

Solved by Amdad